ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের

নিবেদন

সাধারণ মেয়ে

পরিচালনা - নীরেন লাহিড়ী

ভ্যানগার্ড প্রডাকসন্সের দ্বিতীয় নিবেদন

সাধারণ মেয়ে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**নীরেন লাহিড়ী**

সঙ্গীত—**রবীন চট্টোপাধ্যায়**

কাহিনী—**পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়**

সহযোগী পরিচালক ঃ মানু সেন
চিত্রশিল্পী ঃ সুরেশ দাস, সুহৃদ ঘোষ ও দেওজি ভাই
সম্পাদক ঃ কালী রাহা
শিল্পনির্দেশ ঃ বটু সেন
স্থিরচিত্রী ঃ সত্য সান্যাল ও পান্না সেন

আলোক সম্পাত ঃ প্রমোদ ঘোষ
গীতকার ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র ও প্রণব রায়
শব্দযন্ত্রী ঃ জে, ডি, ইরানী
রসায়নাগারিক ঃ ধীরেন দাশগুপ্ত
কারুশিল্পী ঃ বিজয় বোস
রূপসজ্জা ঃ অক্ষয় দাস

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা-সহকারী ঃ নীতিশ রায়

প্রধানযন্ত্রী ঃ গৌর দাস

ব্যবস্থাপনা ঃ শ্যাম লাহা

—সহকারী—

পরিচালনায় ঃ হিমাংশু দাস গুপ্ত, বিমল রায় চৌধুরী
চিত্রশিল্পে ঃ সুবোধ ব্যানার্জ্জি, অজয় মিত্র
শব্দ-যন্ত্রে ঃ সন্তু বোস
সম্পাদনায় ঃ নীরেন চক্রবর্ত্তী, তারাপদ ঘোষ

রসায়নাগারে ঃ সন্তু সাহা, ননী চ্যাটার্জ্জি, অমূল্য দাস, সামান্ত রায়
সঙ্গীতে ঃ উমাপতি শীল
ব্যবস্থাপনায় ঃ কমলেশ চক্রবর্ত্তী
যন্ত্র-সঙ্গীতে ঃ সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

"তোমারি গেহে পালিত স্নেহে"
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের—বিশ্বভারতীর সৌজন্যে

ইন্দ্রপুরী লিঃ ষ্টুডিওতে R.C.A. শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

—পরিচয় লিপি—

দীপ্তি রায়, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, জহর, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, তারাকুমার ভাদুড়ী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, কমলা গুপ্তা, শ্যাম লাহা, নবদ্বীপ, কানু, সুহাসিনী, শিবকালী, তুলসী, কুমার, বেচু, মন্টু মুখোপাধ্যায়, ননী মজুমদার, নৃপতি, মণি শ্রীমানী, বিমল ঘোষ, সান্ত্বনা, জিতেন গাঙ্গুলী, কুঞ্জ সেন প্রভৃতি।

পরিবেশক ঃ **প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ**
রূপবাণী বিল্ডিংস ঃ ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, ফোন ঃ বি, বি, ১১৩

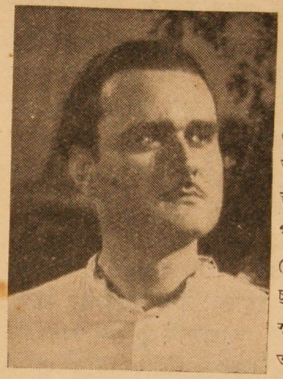

কাহিনী

গ্রামের নাম পলাশপুর—শাস্ত্রী মশাই সেই গ্রামের সর্ব্বজন-মাণ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। উমা তাঁর একমাত্র মেয়ে। উমাকে শাস্ত্রী মশাই তাঁর নিজের আদর্শে মানুষ করেছিলেন, পড়িয়েছিলেন ভবভূতি-ভট্টি-কালিদাস। অজিত সেই গ্রামেরই ছেলে, শাস্ত্রী মশাইয়ের প্রাক্তন ছাত্র। সে স্বপ্ন দেখে দেশকে স্বাবলম্বী, স্বপ্রতিষ্ঠিত করবার। দেশের গাছে পাতায়, অরণ্যে পর্ব্বতে যে অজস্র সম্পদ ছড়ান আছে তাই দিয়ে সার্থক করতে চায় বিজ্ঞানের কল্যাণীরূপ। কিন্তু তার সহায় নেই, সঙ্গতি নেই। এম, এস, সি পাশ করবার পর অজিত একদিন তার সেই স্বপ্ন প্রকাশ করলো শাস্ত্রী মশায়ের কাছে। মুগ্ধ হলেন তিনি। পরলোকগতা স্ত্রীর গহনাগাটি জমিজমা বন্ধক রেখে তিনি অজিতকে পাঁচটি হাজার টাকা দিয়ে কলকাতায় পাঠালেন—ল্যাবরেটারী খুলে এক্সপেরিমেণ্ট করবার জন্যে। অজিত সঙ্কোচ বোধ করছিল, শাস্ত্রী মশাই বললেন, এ টাকা তিনি দিচ্ছেন তাঁর কন্যার বিবাহের যৌতুক হিসেবে—আগাম। অজিতের যেদিন সামর্থ্য হবে সালঙ্কারা উমাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে যাবার, সেই দিনই উমাকে তিনি অজিতের হাতে সম্প্রদান করবেন। অজিত যতদিন স্বাবলম্বী না হয় ততদিন উমা তার জন্যে অপেক্ষা করবে।

কলকাতায় অজিতের এক্সপেরিমেণ্ট সফল হবার আগেই আর্থিক সঙ্গতি ফুরিয়ে এলো। দেনার দায় যেদিন বাড়ীওলার গোমস্তা জিনিষ-পত্র টেনে নিয়ে ফেলে দিল রাস্তায়, সেদিন ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন মিঃ গাঙ্গুলী। অজিতের মধ্যে যে সম্ভাবনা ছিল সেটুকু তাঁর চোখ এড়াল না। তিনি অজিতকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রিসার্চ্চ করবার সুযোগ দিলেন। মিঃ গাঙ্গুলীর জীবনেও একদিন স্বপ্ন ছিল অনেক, কিন্তু তিনি শুধু অর্থই উপার্জ্জন করেছিলেন, স্বপ্ন গুলোকে সার্থক করতে পারেন নি। তিনি চাইলেন অজিতের সাহায্যে নিজের সেই স্বপ্ন গুলোকে সফল করে তুলতে।

এদিকে পলাশপুরে শাস্ত্রী মশাই হঠাৎ মারা গেলেন। ঠিকানা-বিভ্রাটে সে খবর অজিতের কাছে পৌছল না। অজিত গ্রামে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। গাঙ্গুলী আপত্তি করলেন, বললেন, এ সময় ছেদ মানে তপস্যা ভঙ্গের অপরাধ। আগে কাজ, তারপর আর সব। মিঃ গাঙ্গুলীর মেয়ে লোটি—সেও বাধা দিলে। অজিত চিঠি লিখলো উমাকে। চিঠি পেয়ে উমা প্রতিবেশী ফকিরকে পাঠাল কলকাতায়। ফকির গেঁয়ো, অশিক্ষিত মানুষ, জীবনে কখনও কলকাতায় আসে নি। মিঃ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে এসে লোটিকে দেখে আর কুকুরের তাড়া খেয়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে উমাকে খবর দিল যে অজিত বিয়ে করে ফেলেছে, তার আশা ছাড়তে হবে। উমা বিশ্বাস করতে পারলো না। একা চলে এলো কলকাতায়। কিন্তু অজিতের সঙ্গে দেখা হবার আগেই দেখা হোলো মিঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। গাঙ্গুলী বললেন, তোমায় ফিরে যেতে হবে। অজিতকে তুমি সত্যিই যদি ভাল বেসে থাক, তাহলে আজ তার কল্যাণের জন্যই তোমায় ফিরে যাওয়া দরকার। যে সারা দেশের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করছে তাকে শুধু তোমার একার করে নিতে গিয়ে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করো না। শাস্ত্রী মশাই আর তোমার কাছে অজিত কৃতজ্ঞ, কিন্তু সে কৃতজ্ঞতার দাম তুমি নাই বা নিলে।

ল্যাবরেটরী থেকে অজিতের মুখের একটা কথা ভেসে এল উমার কাণে। কথাটা অজিত বলছিল লোটিকে—উমা ভাবলে অজিত বুঝি তাদের সম্বন্ধেই এই কথা বলছে। এবার উমার মনস্থির করতে দেরী হোলো না। ট্রেণে এক মিশনের মাদার সুপিরিয়রের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল উমার। উমা এসে সেই মিশনে আশ্রয় নিল, গ্রামে ফিরে যেতে পারলো না। মাদার সুপিরিয়র তাকে শুধু আশ্রয়ই দিলেন না, গড়ে তুললেন নতুন করে। সংস্কৃত পড়া মেয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবহারিক শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শিণী হয়ে উঠলো।

মিঃ গাঙ্গুলীর ওপর অজিত মনে মনে আগেই বিরূপ হয়ে উঠেছিল, তাঁর মতবাদের সঙ্গে তার নিজের আদর্শের বিরোধ বাধছিল প্রতিপদে।

সে চলে এলো সব সম্পর্ক ছেদ করে। মিঃ গাঙ্গুলী অজিতের কাছে যে টুকু কাজ পেয়েছিলেন তার দাম হিসেবে তাকে দিলেন পাঁচ হাজার টাকা। ক্ষোভে এবং পরাজয়ের গ্লানিতে ল্যাবরেটরীটাও ভেঙ্গে তিনি চুরমার করলেন।

গাঙ্গুলীর কাছ থেকে টাকা পেয়ে অজিত গ্রামে গিয়ে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে অর্দ্ধেক গহনা খালাস করে আনলে, বাকী টাকায় আবার একটা ছোট খাটো ল্যাবরেটরী খুলে কাজ সুরু করলে স্বাধীন ভাবে। সহকারী নরেনও রইলো তার সঙ্গে।

লেখাপড়া এবং কাজকর্ম্ম শেখবার পর উমা মিশন ছেড়ে এসে স্বাধীন ভাবে উপার্জ্জনের চেষ্টা করতে লাগলো। উমার পরিচয় হোলো এক আত্ম-ভোলা এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। নামের পিছনে অনেক গুলো বিলিতি ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও জীবনে তিনি বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। নিজের ছোট্ট দোকানটিতে বসে স্বপ্ন দেখতেন, এদেশের মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে, বিদেশের মেয়েদের মতো ট্রাক্টার চালাবে, চালাবে ট্রাম। লোকে তাঁকে দেখে হাসতো, বলতো পাগল। উমা যে দিন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল—চাইলো তাঁর কাছে কাজ শিখতে, সেদিন তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। নিজের হাতে তিনি তাকে কাজ শেখালেন। আর্ম্মেচার বাঁধতে শিখে উমা সেগুলো বড় বড় জায়গায় চালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু আবার তাকে বাধা পেতে হোলো। কি করবে স্থির করতে না পেরে উমা ছুটে গেল মাদার সুপিরিয়রের কাছে। মাদার সুপিরিয়ার তাকে আশা দিলেন, দিলেন আশ্বাস। বললেন, একার চেষ্টা বড় ছোট, নিতান্তই সামান্য। কোন প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে হলে চাই বহুজনের, বহুমতের সমর্থন।

অনুপ্রাণিত হয়ে উমা তারই মতো দুঃস্থ মেয়েদের নিয়ে গড়ে তুললো একটি প্রতিষ্ঠান। পাশে রইলেন এঞ্জিনিয়ার ও মিশনের আর কয়েকটিমেয়ে—যারা তার সঙ্গে এসেছিল। উমা আবেদন পাঠালো ঘরে ঘরে—

অপ্রত্যাশিত সাড়া এলো তার এই ডাকে। যে মেয়েরা শুধু পরের গলগ্রহ হয়ে কাটায় তারা যেন খুঁজে পেল মুক্তির ইসারা। কিছু একটা করতে হবে, রান্না আর ঘরের কাজ ছাড়াও কিছু করতে হবে। গরীবের ঘরের বিধবা, কেরাণীর বৌ,···যে যা পারলে তাই নিয়ে ছুটে এলো উমার কাছে। ভরে উঠলো তার ভাণ্ডার। গড়ে উঠলো তার প্রতিষ্ঠান।

এঞ্জিনিয়ার বিব্রত হয়ে উঠলেন। লোক চাই—এমন একজন লোক চাই, যার চোখে স্বপ্ন আছে আর আছে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার শক্তি। কোথায় সেই লোক! এঞ্জিনিয়ারের মনে পড়লো, একদিন এক কারখানার অফিসে ঠিক এমনি একটি মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। কে এই লোক?

মনে পড়লো এঞ্জিনিয়ারের। অজিত চ্যাটার্জ্জী তার নাম। বুক কেঁপে উঠলো উমার। কিন্তু সে লোক এখানে আসবে কেন? আর উমাই বা তাকে নিয়ে আসতে যাবে কেন?

বিচ্ছেদ আর অভিমানে অন্ধকার এই দুটি মনের আকাশে কি আবার আলোর রং লাগবে? সার্থকতার পথ কি তারা খুঁজে পাবে? শেষটুকু নাই বা বললাম।

——০——

১

রাই জাগো—রাই জাগো বলে
ডাকে শুক সারী গো॥

২

মনোহর সুন্দর নয়নাভিরাম
লহ প্রণাম—লহ প্রণাম॥
কমলাপতি নব পল্লভ শ্যাম
লহ প্রণাম—লহ প্রণাম॥
আমার দুঃখের পঞ্চপ্রদীপে তোমারি আরতি করি হে,
তুমি যে কাঁদাও, সেই জলে নাথ মঙ্গল ঘট ভরি হে॥
(দোলে) কাণ্ডারীহীন জীবন তরণী সংসারের সাগরে
দেহ শক্তি, দেহ শক্তি, অভয় দাও হে অন্তরে॥
বন্ধুবিহীন বন্ধুর পথে, সমুখে অন্ধ রাতি হে,
কিছু নাহি যার, তুমি আছ তার—দুঃখ দিনের সাথী হে॥

৩

সাঙ্গ—
আজি সাঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ
ভব রঙ্গভূমির খেলা আমার সাঙ্গ—
কিবা ধ্বজ বজ্র আঁকা
ভৃগুপদ রেখা
ত্রিভঙ্গিম বাঁকা রূপটি তোমার—
হেরি সদানন্দ সেবিত রূপ
বিদায়
বিদায়, বলি বিদায় হইয়ে নন্দকুমার—

ভক্তাইতে ব্রতী হইয়ে শ্রীপতি
পাণ্ডবের সারথী হয়েছ এবার—
দাসের হৃদয় রথে হইয়ে সারথী
বিদায়
বিদায় বলি বিদায় দাও হে নন্দকুমার—
জ্ঞান পরিহরি শ্রীঅঙ্গেতে হরি
কতই যে যাতনা দিয়েছি তোমায়
দাসের সে দোষ ক্ষমা করি হরি
বিদায়
বিদায়, বিদায় বলি বিদায় দাও হে নন্দকুমার

৪

তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে তুমি ধন্য ধন্য হে—
আমার প্রাণ তোমারি দান তুমি ধন্য ধন্য হে॥
পিতার বক্ষে রেখেছ মোরে জনম দিয়াছ জননী ক্রোড়ে
বেঁধেছ সখার প্রণয় ডোরে তুমি ধন্য ধন্য হে—
তোমার বিশাল বিপুল ভুবন করেছ আমার নয়ন লোভন
নদী গিরি বন সরস শোভন তুমি ধন্য ধন্য হে—
হৃদয় বাহিরে স্বদেশে বিদেশে
যুগে যুগান্তে নিমেষে নিমেষে
জনমে মরণে শোকে আনন্দে তুমি ধন্য ধন্য হে।

৫

দাঁড়াও না দোস্ত একটু শোন
চোট্ খেয়েছো কে দিলে?
জান করেছ কবুল যারে—
(বুঝি সে) জান ছাড়া আর সবই নিলে
গুলি নিতে পার জানি দরাজ তোমার বুক পেতে
শেখনিত কালো চোখের বিষ মাখানো—
তীর খেতে—
আরে গুলির ব্যথা যায়ত শুধু—
জান দিলে—
চোখের বিষে যে লবে জান—
মরে সে যে তিলে তিলে।
বুকের দাগা মিলিয়ে দেবার—
আজব দাওয়াই মিথ্যে খোঁজা
ঝাঁঝরা হ'ল পাঁজরা শুধু—
হার মেনেছে হাকিম রোজা
ওরে আসমানে যে ক্ষ্যাপা তুফান—
নসীবে তার এমনি বিধান
যার বিজলী জ্বালায় তারে—
সে মেঘ মাটির সাথেই মিলে।

৬

তুমি যদি রহিলে ভুলে,
তবে কেন খেলা ঘর বাঁধা
বিরহের সাগর কুলে
তুমি যদি নাহি রবে
(মোর) সব পাওয়া বিফল তবে,
আজো তাই কাঙাল হৃদয়
বসে' আছে দুয়ার খুলে॥
জানি তুমি ভুলে গেছ পথ,
(আমি) ভুলিনিত' পথ চাওয়া,
খনে খনে চমকি' চাহি
(দেখি) তুমি নয় ও শুধু হাওয়া
নিয়তির একি খেলা হায়
প্রেম শুধু নিজেরে কাঁদায়
তব স্মৃতি আজো মালা গাঁথে
বসি আশা বকুলের মূলে॥

৭

জয়—জয়, জয়, জয়,
জয়,—জয়, জয় মানুষের
চিরজীবিতের—
জয় জয় চিরজীবিতের—
নবজাতকের—
জয় জয় মৃত্যুঞ্জয়॥

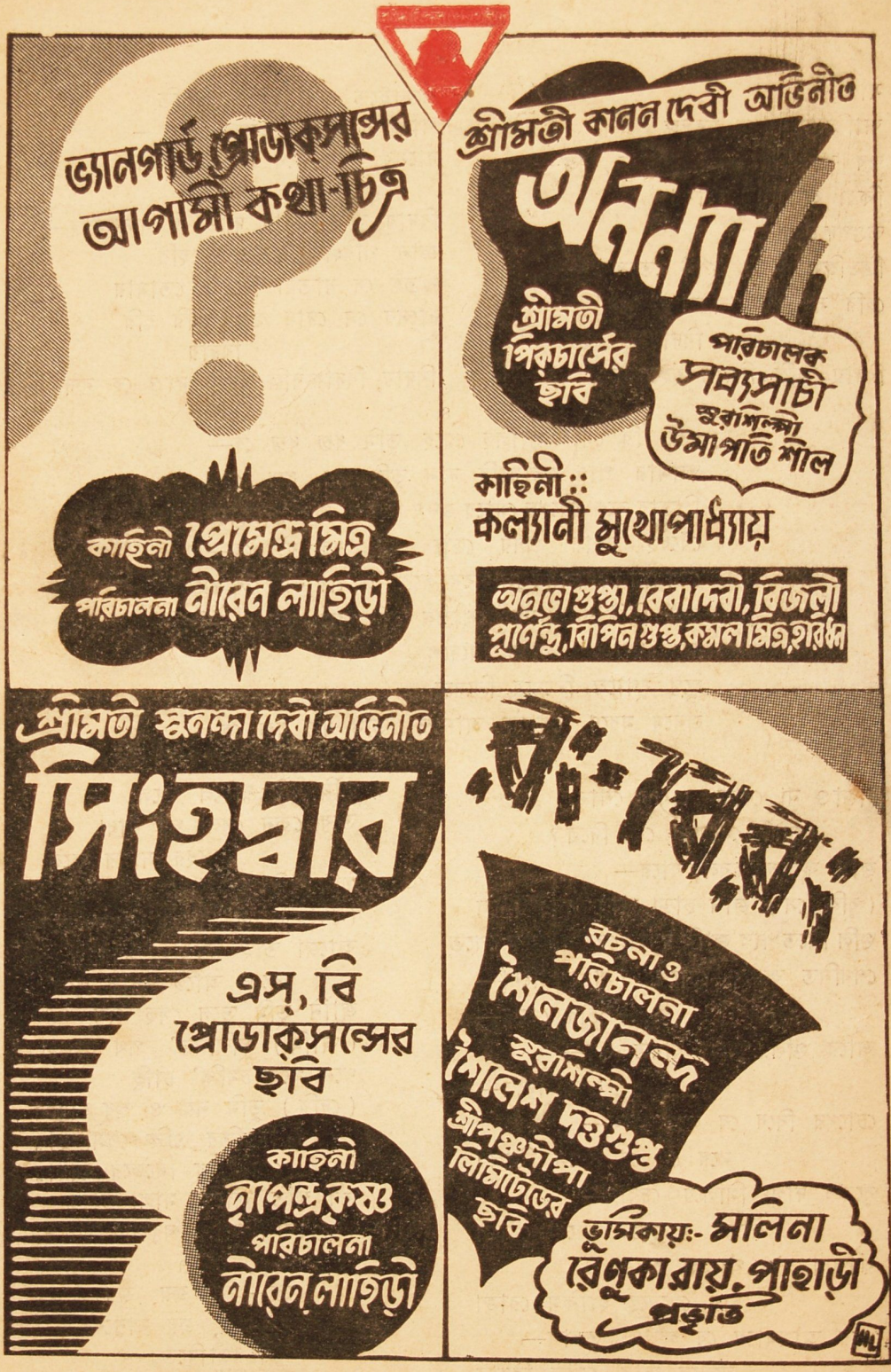

শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত : ৭-বি, রাণী রাসমণি রোড-স্থিত, মহুয়া প্রিণ্টিং প্রেস হইতে মুদ্রিত।

[মূল্য দুই আনা]